গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
সরকারি কার্য ভবন-০১,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
www.chittagongvat.gov.bd

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূসক খাতে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ১১.৩২% হলেও একই সময়ে অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ২১.৬৮%। পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেটের রাজস্ব আহরণ ছিলো ৮,৫৩২.৫৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১০,৩৮২.৩৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুরুতে প্রবৃদ্ধির হার আশানুরূপ না হলেও চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেটের কর্মকর্তাগণের নিরলস ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ও একাধিক সদস্য মহোদয়ের যথাযথ তদারকি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবশেষে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গড় প্রবৃদ্ধিকে অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, পূর্বের ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেটের রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ছিলো ২০ শতাংশের বেশী (প্রবৃদ্ধি- ২০.৩৭%)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম রাজস্ব আহরণ হলেও ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ, কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিবিড় মনিটরিং এবং উন্নততর ব্যবস্থাপনার কারণেই রাজস্ব আহরণে চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেটের এ সাফল্য এসেছে।

বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি দৃশ্যমান এবং ক্রমঅগ্রসরমান। গৃহীত মেগা প্রকল্পগুলো মূলতঃ তারই বার্তা বহন করে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সক্ষমতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেটের সকল করদাতার সতস্ফুর্ততা এবং মূসক বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজস্ব আহরণে ইতবাচক ধারা অনস্বীকার্য। তাই ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ন্যায় চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের জোর তৎপরতা শুরু থেকে চলমান রয়েছে।